যায়যায়দিন

তারিখ ... 0 9 SEP 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬ .....

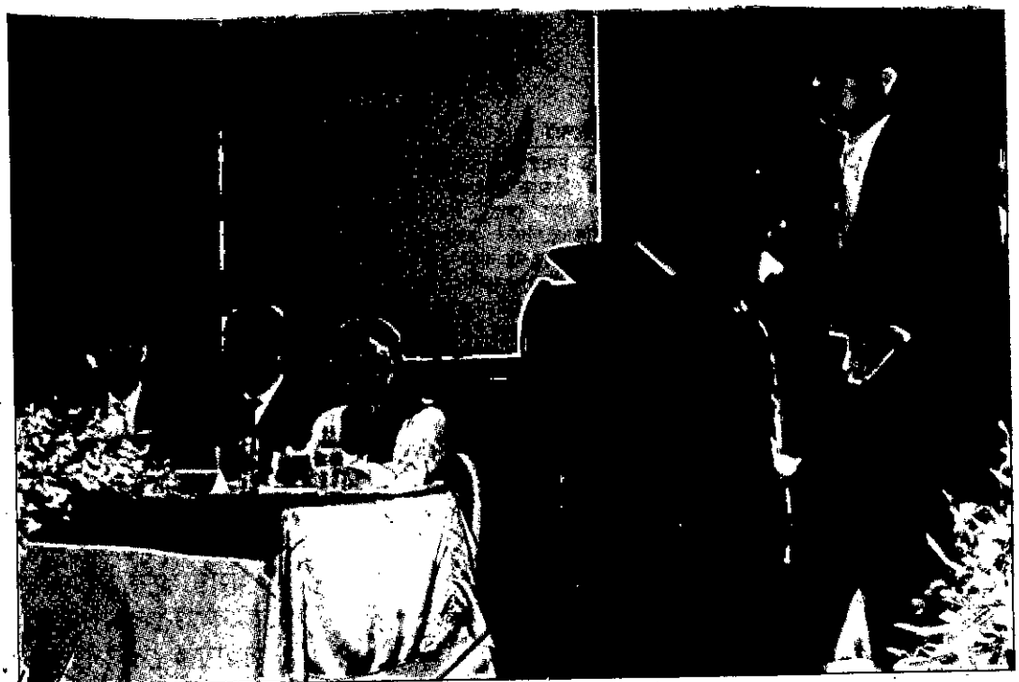

আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী

সিআইইর আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে বৃটিশ হাই কমিশনার

ভালো ইংরেজি জানা কেউ বেকার নেই

মুকুল তালুকদার

অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভালো ইংরেজি জানার কোনো বিকল্প নেই। এছাড়া গ্লোবাল ইকনমির সুফল পাওয়া অসম্ভব। আমার জানামতে এ দেশে ভালো ইংরেজি জানা কেউ বেকার নেই।

রাজধানীর র‍্যাডিসন ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে গতকাল শনিবার 'গ্লোবাল বেস্ট প্র্যাকটিস' শীর্ষক আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরী এ মন্তব্য করেন। এ সম্মেলনে বাংলাদেশের ও লেভেলের শিক্ষার্থীরা বেশ কয়েকটি সাবজেক্টে পুরো বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ মার্কস পেয়েছে বলেও জানানো হয়।

বৃটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় ইংরেজি মাধ্যমের সিনিয়র শিক্ষকদের জন্য দিনব্যাপী এ সম্মেলনের আয়োজন করেছিল কেম্ব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনেশন (সিআইই)। এতে অন্যান্যের মধ্যে সিআইইর প্রধান নির্বাহী অ্যান পানটিস, সিআইইর দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক উইলিয়াম বিকারডিক ও স্কলাসটিকার চেয়ারপারসন ইয়াসমিন মুর্শেদ, ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বৃটিশ হাই কমিশনার বলেন, ইনফরমেশন সুপার হাইওয়ের প্রধান অবলম্বন ইংরেজি। শুধু বিদেশেই নয়, এ দেশের চাকরি বাজারেও ভালো ইংরেজি জানা লোকের অনেক কদর আনোয়ার চৌধুরী আয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজির প্রভাবের উদাহরণ দিতে গিয়ে বলেন, ঢাকার কিছু এলাকায় ভালো ইংরেজি বলতে পারা একজন রিকশাওয়ালাও তুলনামূলকভাবে বেশি আয় করে। তিনি বলেন, এ দেশের প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বৃটেন প্রতি বছর বিপুল সহযোগিতা করছে। ভবিষ্যতে এর সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষা খাতেও নতুন বরাদ্দ যুক্ত হবে।

অ্যান পানটিস বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো এ সম্মেলন করতে পেরে আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, ১৪ থেকে ১৯ বছর বয়সী শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক শিক্ষাদানের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান কেম্ব্রিজ ইন্টারন্যাশনাল এক্সামিনেশন বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৫০টি দেশের ছয় হাজারেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছে। সিআইই এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাচ লাখেরও বেশি শিক্ষক এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। তিনি জানান, সিআইইর আন্তর্জাতিক সিলেবাসের সঙ্গে সম্প্রতি নতুন বিষয় হিসেবে বাংলাদেশ স্টাডিও যুক্ত হয়েছে। ২০০৮ সাল থেকে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে ঐচ্ছিক হিসেবে এ বিষয় পড়া যাবে।

ইয়াসমিন মুর্শেদ বলেন, আগেকার দিনের মতো শিক্ষা এখন আর শুধু শিক্ষক নির্ভর নেই যে, তারা যা যা শেখালেন তা মুখস্থ করলেই হলো। গত কয়েক দশকে বিশেষ করে ইন্টারনেটের বিস্তারে শিক্ষার উপাদান অনেক বেড়ে গেছে। এখন জ্ঞান বা শিক্ষা বলতে তথ্যে প্রবেশ করা, বিশ্লেষণের যোগ্যতা এবং নিজেকে কর্মক্ষেত্রে আরো দক্ষ করে তোলার যোগ্যতাকে বোঝায়। তাই এখনকার শিক্ষার্থীদের শুধু দেশ নয়, পুরো বিশ্বকে মাথায় রেখে সেভাবেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ইয়াসমিন মুর্শেদ বলেন, এর প্রধান দুর্বলতা কারিকুলাম নয় বরং তা বাস্তবায়ন। আর এতে সবচেয়ে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে পর্যাপ্ত শিক্ষিত এবং দক্ষ শিক্ষক সঙ্কট। তিনি বলেন, অনেকেই মনে করেন, ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা মানেই পাশ্চাত্যের শিক্ষা। এটা ঠিক নয়। শিক্ষার জন্য আমরা আন্তর্জাতিক কারিকুলাম অনুসরণ করবো, প্রয়োজনে বিদেশেও যাবো কিন্তু স্বদেশ আর স্বীয় ঐতিহ্যকে বাদ দিয়ে নয়। আর এভাবে অর্জিত জ্ঞান দেশের উন্নয়নের কাজে লাগাতে পারলেই তা সার্থক হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মাহফুজ আনাম মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণে চলতি শতককে শ্রেষ্ঠ সময় বলে উল্লেখ করে বলেন, আমাদের সন্তানরাও স্বীয় যোগ্যতার প্রমাণ রেখেছে। প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা পেলে তারাও নিজেদের তুলে ধরতে পারে।

উল্লেখ্য, বৃটেনের আন্তর্জাতিক দুই পরীক্ষা পদ্ধতি কেম্ব্রিজ এবং এডেক্সেল-এর ২০০৬ সালের ও লেভেলের পরীক্ষায় পুরো বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ নাম্বার পেয়েছে বাংলাদেশের কয়েকজন শিক্ষার্থী। এ কৃতী শিক্ষার্থীরা হচ্ছেন চট্টগ্রামের সানশাইন গ্রামার স্কুলের মারজুক সুলতান (হিউম্যান বায়োলজি), ঢাকার অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সাজিয়া মেরাজ (গণিত), রাসেল মাহমুদ (হিউম্যান অ্যান্ড সোশ্যাল বায়োলজি)ও শারমিন মানসুর (বাংলা ভাষা)।